রাজ্য সরকারের সযত্ন লালিত কাঁকসা অরণ্য

কাঁকসা অরণ্যের সবুজ গভীর বুক চিরে যাওয়া হাইওয়ের দু'ধারে প্রকৃতির মহামিলনের অপরূপ নয়নশোভা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা এই অরণ্যের বৃক্ষরাজিতে বাসা বেঁধেছে নাম না জানা কত পাখি। তাদের বিচিত্র কলরবে মনে জাগে অদ্ভূত শিহরণ। কাঁকসা অরণ্যের সবচেয়ে শোভনীয় দৃশ্য, সূর্যের অস্তাচল প্রত্যক্ষ করা। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, সবুজ অরণ্যে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ছেন সূর্যদেব।

রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে এই অরণ্যের সীমানা আরও বিস্তৃত হয়েছে। কঠোর নজর দারির ফলে গাছের চারাও বেড়ে উঠেছে নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে। অরণ্যঘেঁষা গ্রামবাসীরাও আপন করে নিয়েছে এই অরণ্যকে। সবুজ বাঁচানোর সরকারি প্রচারে কতটা সাফল্য আসে তা চাক্ষুষ না করলে বিশ্বাসই হতে চায় না।

ইতিহাস বলছে, এ অরণ্য আরও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শোনা যায় গভীর অরণ্যে দিনের আলোও ঢুকতো না। সদগোপরাজার আমলে এই অঞ্চলের নাম ছিল কঙ্কেশ্বর। দামোদর ও অজয়ের মাঝে সুন্দর ভৌগোলিক অবস্থানে এমন বিপুল সবুজের সমারোহ বাংলার আরও এক গর্ব। তাই সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে বনদপ্তরের কর্মীরা সর্বদাই তৎপর।